15-12-50
मर्यादा

ভবানী কলামন্দিরের সামাজিক চিত্র !

বাসন্তিকা দেবীর নিবেদন

-ঃ ম র্য্যা দা ঃ-

প্রযোজনা : **সরোজ মুখার্জ্জি**

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **দিগম্বর চ্যাটার্জ্জি**

কাহিনী ও সংলাপ : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী : তারা দত্ত

সুরশিল্পী : রাম পাল,
সতীনাথ মুখার্জ্জি

শব্দযন্ত্রী : শিশির চট্টোপাধ্যায়

প্রধান-কর্ম্মসচীব : সমর ঘোষ

সম্পাদনা : রবীন দাস

শিল্পনির্দ্দেশ : সুনীল সরকার

ব্যবস্থাপনা : বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়,
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্য-পরিকল্পনা : শ্যামসুন্দর

আবহ-সঙ্গীত : দক্ষিণা মোহন ঠাকুর

গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্যামল গুপ্ত

রূপ-সজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী

নৃত্য-শিক্ষক : লরেন্স ল্যারী

প্রচার-সচিব : সুশীল সিংহ

সহকারীগণ :

পরিচালনা ও সহযোগী
চিত্রনাট্য : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনায় : শৈলেন দত্ত
আলোক চিত্রে : উমেদী গুপ্ত,
হরেন বোস
শব্দযন্ত্রে : ধরনী রায়চৌধুরী
শিল্প-নির্দ্দেশে : প্রীতি ঘোষ
সম্পাদনায় : গোবর্দ্ধন অধিকারী
ব্যবস্থাপনায় : অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়
তড়িৎ-নিয়ন্ত্রনে : মদন সেন, অনিল দত্ত,
হেমন্ত দাস, মণ্টু সিংহ,
শান্তি সরকার

অর্কেষ্ট্রা : যন্ত্রী সঙ্ঘ

স্থিরচিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

রসায়নাগার : বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরিজ লিঃ
[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

রূপায়ণে :

স্মৃতি, মনিষা (নবাগতা),

পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র,

সন্তোষ সিংহ, অরূপকুমার,

জীবেন বোস, ফণী রায়,

হরিধন, নবদ্বীপ,

রেবা বোস, বেলা বোস,

বানীবাবু, আশু বোস, নৃপতি,

প্রেমকুমারী, মাষ্টার বিভু

ও আরো অনেকে।

KANAK DISTRIBUTORS

একমাত্র পরিবেশক :

কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্স

৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

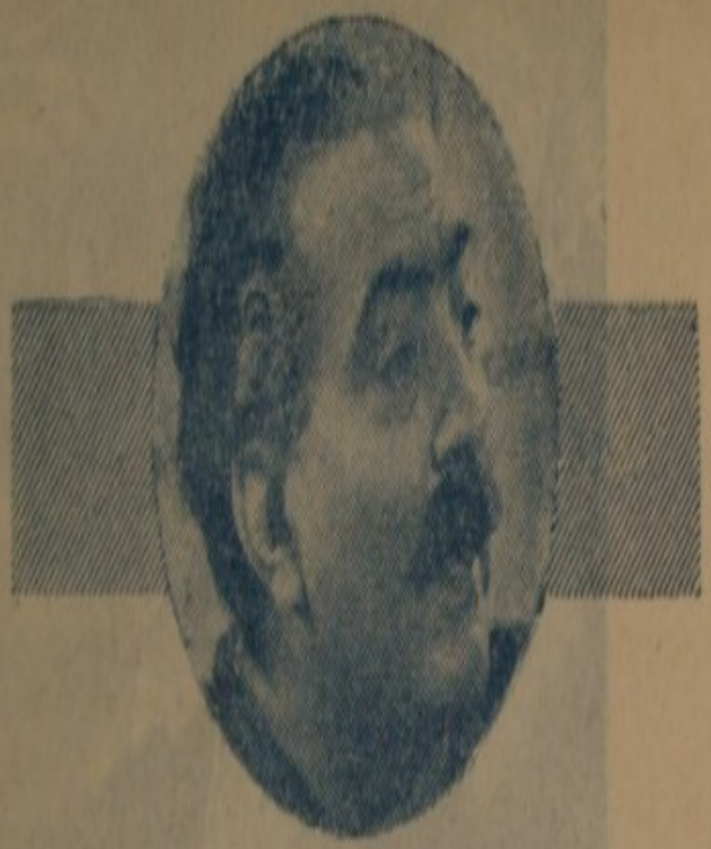

মর্য্যাদা

"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ? কুমার বাহাদুরের ঘরে মেয়ে চোর ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা—" গ'র্জে উঠে এগিয়ে এলেন কুমার বাহাদুর। হাতে তাঁর উদ্ধত রিভলভার।

"আপনি বিশ্বাস করুন, চোর আমি নই।"—হতচকিতা তরুণী নায়িকা ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানালে।

কিন্তু তার এ করুণ আবেদন কি বিশ্বাসযোগ্য ? যদি তাই হয়, তবে এই নিশীথ রাত্রে একেবারে অজানা অচেনা কুমার বাহাদুরের বাড়ীতে সে চোরের মতো এসে ঢুকেছে কেনো ? কী তা'র পরিচয় ? সত্যিই কি সে নিরীহ আর নিরপরাধ ? না এর পেছনে আছে কোনো চক্রান্ত ?

চক্রান্ত অবশ্যই আছে। কিন্তু সে চক্রান্তের জন্যে দায়ী কে ? সহজ, সরল আর শান্ত নায়িকা "ছবি", না তার সহপাঠিনী ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের মেয়ে "ডলি"—কুশিক্ষা, হিংসা আর উগ্র-আধুনিকতার দাম্ভিক মনোবৃত্তিতে যার জীবন উচ্ছৃঙ্খল ?

এরই মধ্যে আবার "কালীতারা ফার্মেসী"-র প্রেম-রোগগ্রস্থ ডাক্তার পাকড়াশী ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ছবিকে প্রেম-গদগদ সুরে জিগ্‌গেস্ ক'রেই বসলো : "আপনার কথা আমি আজীবন এমনি ক'রেই মেনে চলবো ছবি দেবী ! কিন্তু আপনিও কি আমাকে…?"

(গল্পাংশ)

এ পাগল প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। তরুণী নায়িকার রক্তিম ঠোঁটে এককালি হাসির ঝিলিক খেলে গেলো। সে হাসি তাচ্ছিল্যের কিম্বা পাগলামি-উপভোগের—কে জানে? প্রেমিকপ্রবর পাকড়াশী কিন্তু এ হাসিকে সম্মতির লক্ষণ ব'লে ভুল বুঝে খুশীতে আত্মহারা হ'য়ে ঘোষণা করলে: "হ্যাঁ হ্যাঁ কম্পাউণ্ডার, আমার ছবি দেবী, আমার—আর কারো নয়..."

ওদিকে স্যার বিজন বোসের একমাত্র ছেলে প্রশান্ত, ডলির দেওয়া, ছবির মিথ্যে পরিচয়টাকেই সত্যি ব'লে মেনে নিয়ে—দরিদ্র প্রেস-কর্মচারী কুমার মিত্রের মেয়ে ছবিকে শুধু ভালোই বেসে ফেলে নি—এমন কি তা'কে বিয়ে করতেও প্রস্তুত। আর ছবির আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা তরুণী মনও এ ঘটনাকে ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ব'লেই মেনে নিলো।

ছবি আর প্রশান্তর এই প্রেম আর পরিণয়কে কেন্দ্র ক'রে প্রাপ্তবয়স্ক আর পরিণত-বুদ্ধি কুমার বাহাদুর, কুমার মিত্র আর স্যার বিজন বোসের মধ্যে যে মারাত্মক ভুল-বোঝা আর সাংঘাতিক-সংঘর্ষ শুরু হ'লো তা'র পরিণতি ট্র্যাজেডিতে? না সেটা "কমেডি অফ্ এরর্স্"?

অর্থ আর আভিজাত্যের অন্যায় দাম্ভিকতা আর মর্য্যাদা-প্রতিষ্ঠার জন্যে একনিষ্ঠ সংগ্রাম, যে প্রেম আর পরিণয়ের বাসর-ঘরে য়্যাটম্-বোমার বিস্ফোরণ আনলো—তা'তে জয়ী হ'লো কে? সম্পত্তির লোভ? না স্বর্গীয় প্রেম? অর্থবানের অন্যায় আভিজাত্য? না দরিদ্রের ন্যায়-সঙ্গত **মর্য্যাদা?**

সঙ্গীতাংশ

(১)

আবার দীপালী এলো দীপ জ্বলে যায়।
আবার বরষ পরে, দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
আবার নগরী সাজে আলোর মালায়।
আবার দীপালী এলো নিখিল ধরায়॥
দীপের আলোয় ভুবন আলো, গগন আলো,
এই দীপালীর আজ লগন আলো,
প্রেম-দীপ-জ্যোতি নয়নে জ্বালো।
আজি এই মধু নিশীথে—
মন চায় মনে মিশিতে—
ঝঙ্কার জাগে তাই প্রাণের বীনায়
অফুরাণ হ'লো গান এই জলসায়।
আবার দীপালী এলো দীপ জ্বলে যায়।
দীপের নাচে ঐ অগ্নি নাচে গো—
পতঙ্গ নাচে তাই শিখার কাছে গো—
রঙ্ মশালায় রঙ্ ধরায়ে,
ফুলঝুরিতে ফুল ঝরায়ে,
সুন্দরী ওই সাজ্‌লো পায়ের নূপুর বাজ্‌লো
অধীর আবেগ তাই নাচলো হিয়ায়॥
তারার মেয়েরা নাচে আকাশ-বাসরে
রূপের নটিনী নাচে নিখিল আসরে
নয়ন ভরানো হাসিতে
প্রাণের গোপন বাঁশীতে
আনন্দ-সুর আজ হৃদয় দোলায়
ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ চমক লাগায়॥
আবার দীপালী এলো দীপ জ্বলে যায়॥

– পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

সাত মহলায় বিজলীর বাতি তোমরা যখন জ্বালো।
আমাদের ঘর মাটির প্রদীপে হয়যে তখন আলো।
দেখিয়া মোদের এই আয়োজন
জানিগো ভরেনা তোমাদের মন,
জেনে যাও তবু আমাদের কাছে
এই তো অনেক ভালো।
এই ধরনীতে যত ফুল ফোটে তোমরা নিয়েছ তাই,
কাঁটা দিয়ে মোরা মধুর সুখেতে বাসর রচিয়া যাই;
তাইতো আমরা বিধাতার পায়
কোন কিছু দান চাহিনাতো হায়
তোমাদের সাধ সীমাহীন তাই
তোমরা অশ্রু ঢালো॥

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

বেশ হ'তো আরো যদি রইতো
কাছে থেকে আরো কথা কইতো
জীবনের প্রথম সে পরিচয় লগনে
সময়টা গতি নিল বৈশাখী পবনে
এমন কি ক্ষতি ছিল যদি ধীরে বইতো।
তবু যেন মনে হয় আমি নাই আমাতে
মনে হয় আপনারে হারায়েছি তাহাতে;
সে যে এক যাদুকর মনে যাদু লাগালো
অচেতন এই প্রাণে চেতনা সে জাগালো,
দিশেহারা আজ তাই উদাসীন নইতো॥

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

(দ্বৈত-সঙ্গীত)

ছবি: তুমি থাকো সাতমহলায়
আমি পাতার ঘরে
বলো তোমার সাথে আমি তবে মিলবো কেমন ক'রে!
তুমি দূর আকাশের চাঁদ
পাতো আলোর মায়া ফাঁদ
আমি মাটির প্রদীপ-শিখা কাঁপি বাদল ঝড়ে।
বলো তোমার সাথে আমি তবে
মিলবো কেমন করে?

প্রশান্ত: তব দূর সাগরের জলে
আজ মোর তারাটি ঝরে
ওই হৃদয়-ঝিনুক তলে
তাই প্রেম-মুকুতা গড়ে
তবে আমার সাথে নাহয় তুমি মিলবে এমন করে।
ছবি: তুমি অনেক গানের সুর
প্রশান্ত: তবু তোমাতেই ভরপুর
ওগো তুমিই আমার বাণী
মোরা গান যে চিরতরে।
তবে আমার সাথে না হয় তুমি মিলবে এমন করে!

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

গানের পাখী ভাবে আমার গানের পাখী ভাবে—
কেমন ক'রে তোমার মনের ছোঁয়া সে আজ পাবে!

পাতার ঘরে আনমনে তার
আজো তো কই সুরের সাথী
হয়তো হাওয়ায় তার মিনতি
মনের পাখী বলে আমার
নতুন সাথী খুঁজতে গিয়ে
পাওয়ার সুখে চাওয়ার দুখে
জাগবে আশা আমার প্রাণে
স্বপনলোকে তারায় তারায়
বেলা যে যায় একা,
দেয়না তারে দেখা,
হারিয়ে শুধু যাবে!
গানের পাখী শোনো
ভুল করোনা কোনো;
আলো আঁধার জুড়ে
তোমার গানের সুরে,
দীপ জ্বালাবে।"

—শ্যামল গুপ্ত

(৬)

(দ্বৈত-সঙ্গীত)

প্রশান্ত: স'রে এসো আরো কাছে
শোনো ওগো, কথা আছে
মিছে কেন রাখো ব্যবধান—
চেয়ে দেখো মোছো আঁখি
ব্যথা যদি দিয়ে থাকি
ক্ষমা করো, ভোলো অভিমান॥
ছবি: মাটির প্রদীপটিরে কেন তুমি এলে নিতে
সোণার মহল সেকি পারে আলো ক'রে দিতে
মিছে লাজে বেদনায়
সে যে শুধু নিভে যায়
বুকে নিয়ে যত অপমান।
প্রশান্ত: জীবনেরি সুধালয়ে যেথা প্রেম জেগে রয়
জানোনাকি আর সবি মানে সেথা পরাজয়॥
ছবি: তবু তুমি বোঝো ভুল কেন তবে বারেবার
মনোবনে ঝরে ফুল আঘাতে যে শুধু তার
মালা যদি পেতে চাও
আগে তবে কথা দাও
ক'রে যাবে মোরে মালাদান॥

—শ্যামল গুপ্ত

(৭)

ভালোবাসার মায়ায়
দু'টি আঁখির ছায়ায়
জ্বলে উঠল খুশীর আলো
উঠলো কি গো?
মধু মিলন ক্ষণে
বধূ তোমার মনে
আজ ফুটলো প্রেমের কলি
ফুটলো কি গো?
আজ আধেক ভয়ে আর আধেক লাজে
সাজো সোনার মেয়ে তাই বরণ সাজে
তা'রে নতুন ডোরে
নেবে আপন ক'রে
তাই টুটলো বাঁধন হেথা
টুটলো কি গো?
যদি ভোলাতে চায় বাঁশী যেন ভুলোনা
যদি দোলাতে চায় হাসি যেন দুলোনা
এসে জয়ের রথে যেন হার মানে সে
শুনে মনের কথা যেন মন জানে সে
তা'রি ভাবনা নিয়ে
যেন গুন-গুনিয়ে
হেথা জুটলো ভ্রমর কি না
জুটলো কি গো?

—শ্যামল গুপ্ত

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক ৬৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং রাইজিং আর্ট কটেজ ১০৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে কমল দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

আরও উন্মাদনা, আরও নতুন কোন অভিজ্ঞতার জোগান দেবে–

সরোজ মুখার্জ্জি প্রযোজিত!

ভবানী কলামন্দিরের নিবেদন

অনুরাগ

ভূমিকায়

রমলা · মলিনা · মণীষা

জহর · ছবি বিশ্বাস · গৌতম

অবনী মজুমদার · হরিধন

ফণী রায় প্রভৃতি

পরিচালনা = যতীন দাস

সঙ্গীত = সতীনাথ মুখার্জ্জি

ভবানী কলা-মন্দিরের দোভাষী চিত্র!

সরোজ মুখার্জ্জির প্রযোজনায়

আবুহোসেন

(হিন্দি ও বাংলায়)

পরিচালনা = দিগম্বর চ্যাটার্জ্জি

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের বাংলা চিত্র!

সৎ-মা

পরিচালনা-শ্রীতারাশঙ্কর

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের হিন্দি চিত্র!

ঘমণ্ড

চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ তারকা সমন্বয়ে